বাল্মীকি কাঁদি গাহে গান—

(একটি সহজ ও সাধারণ কবিতা)

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

চতুর্থ বার্ষিক—সাহিত্য।

তমসার তীরে আজি কাঁদিতেছে বাল্মীকি,
বাল্মীকি কাঁদি গাহে গান,—
ক্রৌঞ্চের শোকে হায় উঠিতেছে উথলিয়া
উথলিয়া উঠে তাঁর প্রাণ ;
সারাটা বনানী আজি নীরব হইয়া আছে,
নীরবতা বনানীর মাঝ,
নরঘাতী দস্যুর মুখ হ'তে বাহিরায়
বাহিরায় শোক-গাথা আজ।
ঐ যে দাঁড়ায়ে দূরে রয়েছে তমাল তরু—
ঐ যে গেছে দাঁড়াইয়া আছে,—
একদিন এই বনে কি ঘটেছে ওর তলে
শুধাও না গিয়া তার কাছে।
ক্লান্ত রমণী এক ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে
এসেছিল হ'য়ে পথহীনা,
লুণ্ঠিতে ধন তার আজিকার এই লোক
খুন ক'রেছিল তায় কিনা ?
ক্ষুদ্র পাখীটি করে যাতনায় ছট্‌পট্
রক্তে যে মাটি ভিজে যায়,—
কাতর নয়নে তার দয়িত যে বসি' পাশে ;
বাল্মীকি কাঁদি গান গায়।

হাতে ধনু আসে ব্যাধ সুখে আর আনন্দে
ধক্ ধক্ চোখ জ্বলে তার,
দাঁড়াইয়া বাল্মীকি, চোখে তাঁর নামে আজি
অশ্রুর ঘন পারাবার।
চিরদিন হয় যাহা, আজিও হ'য়েছে তাই,
আজিও ত ঘটিয়াছে তাই,
কাঁদে কেন বাল্মীকি ? নূতন কি আছে আর ?
নূতন ত কিছু আজ নাই।
সে লোক কাঁদিবে কেন ? বধেছে যে নিজ হাতে
এই বনে কত শত প্রাণী ?
ক্ষুদ্র পাখীরে যদি প্রাণে মারে ব্যাধ এক
এ জগতে কার কত হানি ?
কাঁদো তবু বাল্মীকি অনন্ত কাল ধ'রে
শুধু তুমি কাঁদি গাও গান,
যদিও করনি তুমি এর আগে কোনদিন
নিজ হাতে কারো প্রাণ দান।